পিসির ঝুটঝামেলা

ট্রাবলশুটার টিম

সমস্যা : আমি একটি ইমেশিনস ব্র্যান্ডের ল্যাপটপ কিনেছি প্রায় ২ বছর হলো। এটি খুব গরম হয়ে যায়। আমি কখনো ল্যাপটপ কুলার ব্যবহার করিনি। হঠাৎ কিছুদিন আগে মনিটরের স্ক্রিনে এক পিক্সেল সাইজের একটি ভার্টিক্যাল লাইন দেখতে পেলাম। তারপরের দিন তা বেড়ে দুই পিক্সেল হলো এবং এভাবেই এক এক করে দাগ বাড়ছে। এটা কি ধরনের সমস্যা এবং এর সমাধান কি?

– বদরুল আলম শেখ

সমাধান : এলসিডি ডিসপ্লের ক্ষেত্রে এ ধরনের সমস্যা হলো হার্ডওয়্যারজনিত। হার্ডওয়্যারের কোনো সমস্যার কারণে এমনটা হয়ে থাকে। প্র্যাকটিক্যালি না দেখে এ ধরনের সমস্যার সমাধান দেয়া সম্ভব নয়। তারপরও যতটুকু বোঝা যাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে আপনার এলসিডি স্ক্রিন বদলানো হতে পারে। আরো বিস্তারিত বর্ণনা দিলে ভালো হতো, যেমন– মনিটরের দাগটি কি রঙের? বায়োস স্ক্রিনে থাকার সময়ও এ দাগ দেখা যায় কি না? না শুধু উইন্ডোজে লগইন করার পর এ সমস্যা দেখা দেয়? দাগের রঙ পরিবর্তন হয় কি না? বায়োস সেটিং থেকে সিস্টেম ডিফল্ট সেট করে দেখতে পারেন কাজ হয় কি না। কোনো পরিবর্তন না দেখতে পারলে ল্যাপটপটি ভালো কোনো ল্যাপটপ সার্ভিস সেন্টার বা টেকনিশিয়ানের কাছে নিয়ে দেখুন। যদি এলসিডি বদল বা ঠিক করা যায় তবে তো ভালো। যদি তা না হয় তবে একটু খরচ করতে হবে।

সমস্যা : আমার মনিটরের মডেল স্যামসাং পি২০৫০ এলসিডি। কয়েক দিন ধরে খেয়াল করছি মনিটরের উপরের দিকের লাইটের আলো কিছুটা কমে গেছে কিন্তু নিচের দিকে তা ঠিক আছে। ডিসপ্লে ঠিকমতো আসে কিন্তু ভিডিও দেখার সময় নিচ থেকে ওপরের দিকের অংশ কিছুটা অন্ধকার মনে হয়। আমি মনিটরের সেটিং রিসেট করেছি এবং নতুন করে উইন্ডোজ ইনস্টল করেছি তাতেও কোনো লাভ হয়নি। এটা কি মনিটরের কোনো সমস্যা? আমার মনিটরের ওয়ারেন্টি আছে। কী করলে আমার মনিটরের সমস্যা দূর করা যাবে? আমি কি যেখান থেকে মনিটর কিনেছি, সেখানে নিয়ে যাব? অনুগ্রহ করে সমাধান জানাবেন।

– নিয়াজ মোর্শেদ, তেজগাঁও

সমাধান : এটি হার্ডওয়্যার সমস্যা। তাই সবচেয়ে ভালো হয় টেকনিশিয়ানকে দেখানো। যেহেতু আপনার মনিটরের ওয়ারেন্টি আছে সেহেতু আপনার চিন্তার কোনো কারণ নেই। মনিটর কেনার রসিদটি নিয়ে যেখান থেকে মনিটরটি কিনেছেন সেখানে যোগাযোগ করুন। এ সমস্যা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ঠিক করে দেয়া সম্ভব। একটি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করতে ভুলবেন না, যদি কোনো পার্টস বদল করতে হয় তবে তার জন্য আপনাকে টাকা দিতে হবে কি না? কারণ ওয়ারেন্টি ও গ্যারান্টির মধ্যে বেশ তফাত রয়েছে। ওয়ারেন্টির মধ্যেও রয়েছে বেশ কিছু শর্ত। তাই ব্যাপারটি ভালোমতো জেনে নেবেন।

সমস্যা : আমি আমেরিকা থেকে একটি ওয়েস্টার্ন ডিজিটাল ক্যাভিয়ার ব্যাক ডব্লিউডি১০০২এফএইএক্স ১ টেরাবাইট সাটা ৬.০ গিগাবাইট/সেকেন্ড, ৭২০০ আরপিএম, ৬৪ মেগাবাইট ক্যাশ/বাফার, ৩.৫ ইঞ্চি ইন্টারনাল ডেস্কটপ হার্ডডিস্ক আনিয়েছি। হার্ডডিস্কের কভার ফয়েলে লেখা ÒATTENTION! ADVANCED FORMAT DRIVES REQUIRE ADDITIONAL INSTALLATION STEPS. PLEASE CHECK YOUR DRIVE LABEL TO DETERMINE IF YOUR DRIVE HAS THE ADVANCED FORMATFEATURE AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS THERE FOR INSTALLATION. FOR MORE INFORMATION ON ADVANCE FORMAT, PLEASE VISIT www.wdc.com/advformat। তো এই অ্যাডভান্সড ফরম্যাট কাকে বলা হয়েছে বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব। উল্লেখ্য, হার্ডডিস্কের সাথে আলাদা কনো ইউজার ম্যানুয়াল বা ইনস্ট্রাকশন বুক দেয়া হয়নি।

– মহম্মদ আবদুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা

সমাধান : ইন্টারনেটের যুগে পণ্যের সাথে ইউজার ম্যানুয়াল বা ইনস্ট্রাকশন বুক দেয়ার চল উঠে যাচ্ছে। কারণ বিশ্বব্যাপী পণ্যটির অনেক ইউনিট সাপ্লাই করা হয়। তাদের প্রত্যেকটির সাথে যদি ইউজার ম্যানুয়াল দেয়া হয়, তবে খরচ কিছুটা বেড়ে যায়। এ বাড়তি খরচ বাঁচানোর জন্য এখন অনলাইনে ওয়েবসাইটের মধ্যে পণ্যের বর্ণনা ও আনুষঙ্গিক বিষয় তুলে ধরা হয়। এতে কাগজের অপচয়ও কম হয়, সেই সাথে প্যাকেজিংয়ের খরচও কমে। ফয়েলের গায়ে যে লেখাটি আছে তার একেবারে শেষের অংশ হয়তো আপনি ভালোভাবে খেয়াল করেননি। এখানে যে লিঙ্কটি দেয়া আছে তা অ্যাডভান্স ফরম্যাট সম্পর্কে অবগত করার জন্যই। লিঙ্কটিতে একটু ঢুঁ মেরে এলেই আর কষ্ট করে মেইল করে এবং এতটা সময় অপেক্ষা করে এ ব্যাপারে জানার দরকার পড়ত না।

ওয়েস্টার্ন ডিজিটালের ওয়েবসাইটে অ্যাডভান্সড ফরম্যাটের ব্যাপারে বেশ সুন্দর করে লেখা হয়েছে। অ্যাডভান্সড ফরম্যাট বিশেষভাবে অপটিমাইজ করা হয়েছে ম্যাক ও নতুন উইন্ডোজ (ভিসতা, সেভেন) অপারেটিং সিস্টেমের জন্য। অ্যাডভান্সড ফরম্যাট টেকনোলজি শুধু ওয়েস্টার্ন ডিজিটালই নয়, আরো কিছু হার্ডডিস্ক ম্যানুফ্যাকচারার কোম্পানিও ব্যবহার করছে যাতে মিডিয়া ফরম্যাটের কার্যকারিতা আরো উন্নত করা যায় এবং ড্রাইভের ধারণক্ষমতা বাড়ানো যায়। যদি আপনি উইন্ডোজ সেভেন বা এইট ব্যবহার করে থাকেন তবে কোনো কিছুই করতে হবে না। সাধারণভাবে যেভাবে পার্টিশন বা উইন্ডোজ ইনস্টল করেন সেভাবে করলেই চলবে। যদি এ হার্ডডিস্কে উইন্ডোজ এক্সপি ইনস্টল করতে চান, তবে ডব্লিউডি অ্যালাইন ইউটিলিটি সফটওয়্যারের সাহায্য নিতে হবে। ওয়েবসাইটে কোন অপারেটিং সিস্টেমের ক্ষেত্রে এবং কোন কাজের ক্ষেত্রে এ সফটওয়্যারটি লাগবে তার একটি তালিকা দেয়া আছে ছক আকারে। ওয়েব লিঙ্কটিতে গেলে ডানপাশে দেখতে পারবেন একটি ফরম। সেখানে আপনার অপারেটিং সিস্টেম, প্রাইমারি না সেকেন্ডারি ড্রাইভ এবং কতগুলো পার্টিশন হবে হার্ডডিস্কে তা সিলেক্ট করে সাবমিট করলে আপনার জন্য নির্দিষ্ট একটি মেসেজ আসবে যাতে আপনাকে কী করতে হবে তার বিশদ বিবরণ থাকবে। আরো ভালোভাবে জানতে হলে www.wdc.com/advformat লিঙ্কটি ভিজিট করুন।

সমস্যা : আমার মোবাইল সেটটি জেডটিই ব্র্যান্ডের স্কেট অ্যাকোয়া মডেলের। অন্যান্য ব্র্যান্ডের যেমন স্যামসাং, এইচটিসি, সনি ইত্যাদির একটি নিজস্ব সফটওয়্যার থাকে, যা পিসির সাথে মোবাইলের ডাটা ট্রান্সফার ও ব্যাকআপ নেয়াসহ আরও অনেক কাজ করতে সাহায্য করে। এ ধরনের কোনো সফটওয়্যার আমার মোবাইলের সাথে দেয়া হয়নি। আমার মোবাইল সেটটিকে পিসির সাথে কানেক্ট করার জন্য কোনো সফটওয়্যার আছে কি?

–আরিফ, গেণ্ডারিয়া

সমাধান : যেসব ব্র্যান্ডের মোবাইলের সাথে কোনো সফটওয়্যার স্যুইট দেয়া হয় না, তাদের জন্য বেশ কয়েকটি ইউনিভার্সাল মোবাইল সফটওয়্যার রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো মোবোরোবো ও ওয়ান্ডারশেয়ার মোবাইলগো। এ সফটওয়্যার দুটি ফ্রি অ্যাপ্লিকেশন থেকে নামিয়ে তা সরাসরি অ্যান্ড্রয়িড মোবাইলে ইনস্টল করতে পারবেন। এ সফটওয়্যারের সাহায্যে ব্যাকআপ নেয়া থেকে শুরু করে আরও অনেক ধরনের কাজ করা যাবে। সফটওয়্যার দুটি বিনামূল্যে ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে নেয়া যাবে। দুটির মধ্যে যেটি আপনার ভালো লাগে, সেটি ব্যবহার করে দেখুন কজ

ফিডব্যাক : jhutjhamela@comjagat.com